কালীগঞ্জে কৃষি জমিতে বিশাল আকৃতির শিলাখন্ড; ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরই মধ্যে উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের পারক্ষিদ্দা গ্রামে একটি বেগুন ক্ষেতে পাওয়া গেছে অস্বাভাবিক বড় আকারের একটি শিলাখন্ড, যা স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

রবিবার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র শিলাবৃষ্টি হয়। এতে বোরো ধান, বেগুন, পটল, টমেটোসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক ফজলুর রহমানের ছেলে সবুজ হোসেন জানান, শিলাবৃষ্টির পরদিন সোমবার সকালে তিনি তাদের বেগুন ক্ষেত দেখতে যান। এ সময় তিনি দেখতে পান, পাখির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতের ওপর টাঙানো নাইলনের জালের ওপর একটি বড় শিলাখন্ড জমাট বেঁধে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রবিবার সন্ধ্যার শিলাবৃষ্টিতে আমাদের এলাকার অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষেত দেখতে গিয়ে এই বড় শিলাখণ্ডটি চোখে পড়ে। পরে সেটি বাড়িতে নিয়ে আসলে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ তা দেখতে ভিড় করেন।

স্থানীয়রা জানান, এত বড় আকারের শিলাখন্ড আগে কখনও দেখেননি তারা। বিষয়টি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনি বলেন , মৌসুমের শুরুতে এমন শিলাবৃষ্টি কৃষকদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপজেলার বেশকিছু গ্রামে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশি। উপজেলার মোট আবাদী ধানের ৪০ হেক্টর জমির আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এছাড়া উপজেলার ৩৮ হেক্টর ভুট্ট্রা, ১৯ হেক্টর এবং ৫ হেক্টর পাটের কিছু অংশ ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। সকালেই মাঠে কৃষি বিভাগের পক্ষথেকে খোজ খবর নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিশাল আকৃতির শিলাকন্ডের ছবি তিনি দেখেছেন। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন

হরিণাকুণ্ডুতে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষকদল নেতার মৃত্যু

এক বাচ্চা হওয়ার খবরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে স্থানীয় জামায়াত-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডার জেরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের দু’পক্ষের মাঝে কথপোকথন শেষে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এসময় আবুল কাশেম নামে এক কৃষকদল নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক ও কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঈদুল ফেতরের কয়েকদিন আগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মুতালেবের ভায়ের মেয়ে হওয়ায় ফেসবুক আলহামদুলিল্লাহ বলে পোষ্ট দেয় সেই পোস্টের কমেন্ট করে একজন বিএনপি নেতা। তার এই কমেন্ট করা নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুল আজিজ ও কৃষকদল নেতা আবুল কাশেমের বাকবিতন্ডা হয়। তারা একে অপরের চাচাতো ভাই। বাকবিতন্ডার জেরে বুধবার রাতে আবুল কাশেম ও আব্দুল আজিজ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উভয়ের পরিবারের লোকজন মারামারিতে লিপ্ত হয়। এসময় হাতাহাতির এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান আবুল কাশেম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জুবায়ের বলেন আবুল কাসেম হাসপাতালে পৌছানোর মৃত্যু বরণ করেছে। বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ইন্টারনাল হেমারেজ হতে পারে পরে তবে সেটা পোস্টমর্টেম ছাড়া জানা যাবেনা।

কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু

জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই তাদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো।

এ দিকে এঘটনাকে রাজনৈতিক বিরোধ দাবি করে জেলা যুবদলে সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু অভিযোগ করেন, “স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকজনের যৌথ হামলায় কৃষকদল নেতা নিহত হয়েছেন। জামায়াতের লোকজন ঝিনাইদহে গুপ্ত হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে এর আগে তারা ঝিনাইদহ সদরের কৃষকদল নেতা তরু মুন্সী হত্যা করেছে। এটা তাদেও পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা জামায়াতের আমির বাবুল হোসেন জামায়াতের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, “ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে একই পরিবারের সদ্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক পর্যায়ে নিহত আবুল কাশেম তারই চাচা নাজের মন্ডলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবেই জামায়াত জড়িত নয়।”

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, ফেসবুকে লেখালেখি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে বলে শুনেছি। আমি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। চাচাতো ভাইদের মাঝে মারামারি হয়েছে, এমনটা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চাকরি ছেড়ে মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে সফল নারী খুশি

অদম্য সাহস,কঠোর পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস-এই তিন শক্তিকে সঙ্গী করে বে-সরকারি চাকরি ছেড়ে খামার গড়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা খুশি খাতুন। ছোট পরিসরে মাত্র ১২টি মুরগির বাচ্চা দিয়ে শুরু করা তার উদ্যোগ আজ রূপ নিয়েছে একটি সফল খামারে।

বর্তমানে তার খামারে বিভিন্ন জাতের কয়েক হাজার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে এবং সেখান থেকে প্রতি মাসে আয় করছেন লাখ লাখ টাকা

জানা যায়,জীবনের একটি পর্যায়ে স্থায়ী চাকরি থাকা সত্ত্বেও নিজের কিছু করার স্বপ্ন থেকেই খামার করার সিদ্ধান্ত নেন খুশি খাতুন।

শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও ধৈর্য,পরিশ্রম এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমে ১২টি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সময়ের সাথে সাথে খামারের পরিধি বাড়ান এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগির বাচ্চা উৎপাদনের উদ্যোগ নেন। বর্তমানে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছেন। তার খামার থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার মুরগির বাচ্চা দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হচ্ছে।

পাশাপাশি কিছু বাচ্চা বড় করে সেখান থেকেও প্রতি মাসে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি মুরগির মাংস বাজারজাত করছেন তিনি। ফলে তার খামারটি এখন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। তার খামারে টাইগার,দেশি,ব্রাহমা,ফাহমি,তিতির,সোনালী,কালার বার্ড,টার্কিসহ প্রায় ১২ জাতের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও পালন করা হচ্ছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও শ্রম দিয়ে খুশি খাতুন প্রমাণ করেছেন—সাহস করে উদ্যোগ নিলে গ্রামেও তৈরি করা যায় সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত।

শুধু নিজের সাফল্যেই থেমে থাকেননি খুশি খাতুন। তার খামারে স্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন। এর ফলে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে। তার এই সফলতা ও সাহসিকতা দেখে অনেক তরুণ-তরুণী এখন খামার গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন।

উদ্যোক্তা খুশি খাতুন বলেন,‘শুরুটা খুব সহজ ছিল না। নানা বাধা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছে। তবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্নই তাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন,পরিশ্রম আর ধৈর্য থাকলে যে কেউ সফল হতে পারে। আমি চাই আরও বড় পরিসরে খামার গড়ে তুলতে এবং এই খাতে আরও মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করতে।’

এ বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রাসেল আহমেদ জানান,খুশি খাতুন একজন পরিশ্রমী উদ্যোক্তা। প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গর্ত কেটে সড়কের মাটি ভরাট, ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণ কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাইরে থেকে মাটি সংগ্রহ না করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেটে সেই মাটি সড়কের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সড়কের দু’ধারে বসবাসরত শতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সরেজমিন ঘুরে ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাড়াগঞ্জ বাজার থেকে শৈলকুপা শহর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫ কিলোমিটার অংশে নিয়ম না মেনে পাশের জমি থেকে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই গভীর যে, তা এখন স্থানীয়দের জন্য ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ,তাদের অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বাধা দিলে উল্টো প্রভাব খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতভিটা, নষ্ট হয়েছে চলাচলের পথ, তৈরি হয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকি। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে।

উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জরিনা খাতুন বলেন,’আমার একমাত্র জমিটাই শেষ করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢোকা-বের হওয়া দায় হয়ে গেছে। স্বামীর ভ্যান বাড়িতে তুলতে এখন দুই-তিনজন লাগে। এমন কষ্টে কখনো পড়িনি।’

একই গ্রামের আকলিমা খাতুন বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আছি। ঠিকাদারকে একাধিকবার বারণ করলেও শোনেনি।’

মাজেদা খাতুন নামে এক নারী বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বৃষ্টি হলেই গর্তে পানি জমবে। তখন বাচ্চারা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে আছি।’

একই অভিযোগ করেন সড়কের ধারে বসবাসরত আরও অনেকে। তাদের দাবি,কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি; বরং প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে,সড়কটির মূল ঠিকাদার ঝিনাইদহের মিজানুর রহমান মাসুম। তার কাছ থেকে সাব-ঠিকাদারি নিয়ে কাজ করছেন শৈলকুপার বাইরপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। ৬ কিলোমিটার সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সড়কের দু’ধারে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ২৫ লাখ টাকা।

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব-ঠিকাদার চুন্নু শেখ বলেন,’সমস্যার কথা কেউ আমাকে বলেনি। যেখানে সমস্যা হয়েছে,অভিযোগ পেলে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কিছু নেই। একসময় আপনার সাথে দেখা করবো। পরে এই প্রতিবেদকের অফিসে এসে তাকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালান চুন্নু শেখ।

সড়ক নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুম বলেন,‘আমার কাছ থেকে সাব ঠিকাদারি নিয়েছেন বারইপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনিয়ম করলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।’

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন,’ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবি,নির্ধারিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম না মেনে এভাবে জমি কেটে মাটি নেওয়া দুর্নীতিরই অংশ। দ্রুত গর্ত ভরাট, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

হরিণাকুণ্ডুতে রাবিয়ানদের ঈদ পুণর্মিলনী

“শিকড়ের টানে, হৃদয়ের বন্ধনে-ফিরে দেখা সেই চেনা ক্ষণে” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী (রাবিয়ান) দের ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান -২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯ টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়স্থ হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ছাত্র কল্যান সমিতির উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে উপজেলা মোড়ের দোয়েল চত্বর ঘুরে পুনরায় কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে কলেজ মিলনায়তনে এক স্মৃতি চারণ মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক রাবিয়ান এ্যাড. শহিদুজ্জামান শিরু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক রাবিয়ান আলী আজম মো: আবু বকর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যাবিপ্রবি)’র ভিসি প্রোফেসর আব্দুল মজিদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, খুলনা বিএল কলেজের অধ্যাপক আতিয়ার রহমান, রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক হাসাপাতালের উপ পরিচালক ও মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি হরিণাকুণ্ডুর সন্তান ইমাজ উদ্দিন মন্ডল, উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুুল হোসেন, হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ (অব:) মোতালেব হোসেন, সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী, সোনালী ব্যাংকের এজিএম হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ রবজেল হোসেন, সাংবাদিক শাহানুর আলম, প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক টিটু, সহকারী অধ্যাপক বাবুল আক্তারসহ অন্যান্য রাবিয়ান।

বক্তারা শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান শিক্ষারপ্রতি বর্তমান হাইস্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে হরিণাকুণ্ডুকে উন্নত ও মডেল উপজেলায় উপনীত করার লক্ষ্যে আমাদের যার যার জায়গা থেকে কাজ

করে যেতে হবে। বক্তারা অবহেলিত এই হরিণাকুণ্ডুর অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সালেহা বেগম মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন ও সহকারী শিক্ষক মাজেদুল ইসলাম। এ অনুষ্টানে হরিণাকুণ্ডুর প্রথমএকজন নারী শিক্ষিকা মহীয়সী নারীর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

সৌদির সঙ্গে মিল রেখে ঝিনাইদহে ঈদ উদযাপন

সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন কয়েকটি গ্রামের মুসল্লিরা।
শুক্রবার(২০ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে উপজেলা শহরের ফুটবল মাঠ এলাকায় ঈদের নামাজ আদায় করা হয়।
এতে ইমামতি করেন মাওলানা হাবিবুল্লাহ ।
মুসল্লীরা জানায়, সৌদি আরবের সঙ্গে মিলে রেখে তারা ২০০৫ সাল থেকে ঈদ জামাতের আয়োজন করে আসছেন। এবারও উপজেলার দখলপুর, নারায়নকান্দি, বৈঠাপাড়া, বোয়ালিয়া, চটকাবাড়ীয়া, পারফলসী, পায়রাডাঙ্গা, শৈলকুপার আসাননগর এলাকা থেকে অন্তত শতাধিক জন মুসল্লিরা এ ঈদের নামাজ আদায় করেন।
হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া বলেন, মুসল্লীদের ঈদের নামাজ আদায়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

শৈলকুপায় তেল পাম্পে ভাই-

[redacted]

[redacted]

পরিচয় জানতে পারিনি আমরা। পরে জানার পর আর কোন প্রতিবাদ করতে পারিনি।

অভিযোগের ব্যাপারে অভিযুক্ত কনস্টেবল উজ্জল মল্লিক বলেন, গতকাল একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছিলো। রাতেই তো সেটা ঠিক হয়ে গেছে।

ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু মন্ডলের ছেলে রিজওয়ান বলেন, আমি তো মারধর করিনি। আমি উল্টো উনাদের ঠেকিয়েছি।
এ ব্যাপারে লাঙ্গলবাধ ক্যাম্প’র আইসি এস আই আনিসুজ্জামান বলেন, গতকাল একটু ভুলবুঝাবুঝি হয়েছিল। স্থানীয়রা বিষয়টি মিসাংসা করে দিয়েছে। আমরাও তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। একটা ঘটনা ঘটে গেলে কিছু তো করার নেই।

ঝিনাইদহে স্বপ্ন সারথীর উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে ঝিনাইদহে ‘স্বপ্ন সারথী ’ সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে সমাজের দুস্ত-অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (১৮ মার্চ) শহরের উপশহর পাড়ার এক স্কুল মাঠে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

স্বপ্ন সারথীর সভাপতি ড. তপন কুমার গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ (অব:) মোহাব্বত হোসেন টিপু। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উপ-পরিচালক হায়দার আলী, রয়েল ডায়াগোনষ্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী ডা. রেজাউল ইসলাম রেজা, পুলিশ কর্মকর্তা গোলাম মোহাম্মদ গামা, অংকুর নাট্য একাডেমির সদস্য সচিব নাজিম উদ্দীন জুলয়াস, সংযোগ ফাউন্ডেশনের জেলা কো- অর্ডিনেটর মুন্সী আবু হাসান, কৌতুক অভিনেতা ও সমাজ কর্মী, হুমায়ন কবিরী টুকু, নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু এবং স্বপ্ন সারথীর প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ

সম্পাদক প্রভাষক কাজী মোহাম্মদ আলী পিকুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক মোঃ শাহানুর আলম।

অনুষ্ঠানে ২’শ নারী-পুরুষের মাঝে ঈদের পোষাক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে এক হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুর ১ হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে শের আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ উপহার বিতরণ করা হয়। সেসময় গোল্ডেন এগ্রোভেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ হাসান, মান্দিয়া আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ রবজেল হোসেন, মান্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুর রশিদসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ঈদের উপহার হিসেবে ওই এলাকার ১ হাজার পরিবারের মাঝে শাড়ী ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।

ঈদের আনন্দ যেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম বলে জানান আয়োজকরা। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশ্বাস তাদের।

ঝিনাইদহে নিত্যপণ্যের

[redacted]

[redacted]